প্রথম দার্‌স

الدرس الأول

ভূমিকা

التمهيد

মানুষ যখন এই পৃথিবী সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে যেখানে সে বসবাস করছে, যখন এই সুন্দর ও বিশাল-বিস্তৃত বিশ্বের দিকে দৃষ্টিপাত করে, যখন সে চিন্তা করে আকাশ ও অসংখ্য তারকারাজির সুশৃঙ্খলভাবে নিয়ন্ত্রিত হওয়াকে নিয়ে, যখন সে ভাবে পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা, গাছ-পালা, হাওয়া ও পানি, জলস্থল ও দিবারাত্রিকে নিয়ে, তখন সে নিজেকে অবশ্যই এই প্রশ্ন করে যে, এ সবের স্রষ্টা কে? কে আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করে, যে বৃষ্টি ছাড়া জীবন চলে না? কে এই বৃষ্টির দ্বারা উদ্ভিদ, গাছ-পালা, ফুল ও ফল উৎপন্ন করে, মানুষ ও জীবজন্তুকে তা পান করায় এবং যমীনকে তা সংরক্ষণের যোগ্য বানায়? জিনিসের প্রয়োজন পরিমিত আকর্ষণ শক্তি যমীনের মধ্যে কে সৃষ্টি করেছে যে, এত বেশীও হয় না যে চলফেরার অসুবিধা হবে এবং এতটা কমেও যায় না যে, তার থেকে জিনিস-পত্র উড়ে যাবে? কে মানুষকে এত সুন্দর আকার আকৃতি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন?

মানুষ যদি কেবল নিজেকে নিয়ে ভাবে, তাহলে সে বিস্মিত হবে স্রষ্টার চমৎকার আবিষ্কার ও তাঁর নিখুঁত শিল্পায়ন দেখে। ভাব তো তুমি তোমার শরীরের বিভিন্ন অঙ্গকে নিয়ে যা নিপুনভাবে কাজ করতে আছে। তুমি তার কর্মাবলী সম্বন্ধে কমই জান। তাতে (কার্যকারিতার) নৈপণ্য সৃষ্টি করা তোমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। লক্ষ্য কর, এই হাওয়ার প্রতি যার মাধ্যমে তুমি শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করছ। যদি নিমেষের জন্য তা দাঁড়িয়ে যায়, তাহলে জীবনটাই শেষ হয়ে যাবে। কে সৃষ্টি করেন এই হাওয়াকে? যে পানি তুমি পান কর, যে খাদ্য তুমি খাও, যে যমীনের উপর তুমি চলাফেরা কর, আকাশ ও তাতে বিদ্যমান যা কিছু রয়েছে, যে সূর্য তোমাকে আলো দেয় এবং চন্দ্র ও তারকারাজি সহ যা কিছু তোমার দুই চোখ দেখে, এ সবের স্রষ্টা কে? অবশ্যই তিনি হলেন আল্লাহ। এই সার্বভৌমত্ব তাঁরই সৃষ্টি। এতে কেবল তাঁরই কর্তৃত্ব চলে এবং তিনিই এ সব পরিচালিত করেন।

তিনি তোমার প্রতিপালক ও স্রষ্টা। তোমার আহারদাতা এবং তিনিই তোমার জীবন ও মরণের মালিক। তুমি ছিলে না, তিনিই তোমাকে অস্তিত্বে নিয়ে এসেছেন। এই পৃথিবী ও তার কোন কিছুই ছিল না, তিনিই এসব অস্তিত্বে নিয়ে এসেছেন। এত কিছুর পর কোন বুদ্ধিমান ও বিবেকবান কি ভাবতে পারে যে, এ বিশ্ব-চরাচর অনর্থক সৃষ্টি করা হয়েছে? এখানে মানুষ (প্রাকৃতিকভাবে) জন্ম গ্রহণ ক'রে এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত অবস্থান করবে। অতঃপর মরে যাবে এবং এইভাবেই সব কিছু শেষ হয়ে যাবে? প্রকৃত ব্যাপার কি এবং আমরা মানুষরা কেন সৃষ্টি হয়েছি?

আমাদেরকে কেন সৃষ্টি করা হয়েছে? মহান আল্লাহ আমাদেরকে কেবল তার ইবাদত (উপাসনা) করার জন্য সৃষ্টি করেছেন। তিনি তাঁর ইবাদতের নিয়ম-পদ্ধতি জানানোর জন্য আমাদের নিকট বহু রাসূল প্রেরণ করেছেন এবং অনেক কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। যে তাঁর ইবাদত করবে, তাঁর নির্দেশাবলী পালন করবে এবং তাঁর নিষেধাবলী থেকে বিরত থাকবে, সে তাঁর সন্তুষ্টি লাভে ধন্য হবে। আর যে তাঁর ইবাদত থেকে বিমুখ হবে এবং তাঁর নির্দেশ পালন করতে অস্বীকার করবে, সে তাঁর ক্রোধ ও শাস্তির শিকার হবে। মহান আল্লাহ এই দুনিয়াকে বানিয়েছেন কর্মক্ষেত্র ও পরীক্ষার স্থান। অতঃপর কিয়ামত দিবসে আল্লাহ সকল মানুষের পুনরুত্থান ঘটাবেন প্রতিদান ও হিসাবের জন্য। আল্লাহ সেখানে রেখেছেন জান্নাত। তাতে আছে এমন জিনিস যা কোন চোখ দেখেনি, কোন কান শোনেনি এবং কোন মানুষের অন্তরে তা উদয়ও হয়নি। এটা আল্লাহ প্রস্তুত করেছেন তাঁর সেই মু'মিন বান্দাদের জন্য যারা তাঁর উপর ঈমান এনে তাঁর নির্দেশ পালন করে। আর তিনি বানিয়েছেন জাহান্নাম। তাতে এমন বিভিন্ন প্রকারের আযাব আছে যে, তার (ভয়াবহতা) কল্পনাতীত। এ আযাব আল্লাহ প্রস্তুত করেছেন তার জন্য যে তাঁর সাথে কুফ্‌রী করে, তাঁকে বাদ দিয়ে অন্যের ইবাদত করে এবং ইসলাম বাদ দিয়ে অন্য ধর্মের অনুসরণ করে।

ইসলামের পরিচয়? ইসলাম সেই ধর্ম, যা আল্লাহ মনোনীত করেছেন। ইসলাম কেবল এক আল্লাহর ইবাদত এবং তাঁর রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ-এর আনুগত্য করার প্রতি আহ্বান জানায়। আল্লাহ কারো থেকে ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম গ্রহণ করবেন না। আর এ (ইসলাম) কারো জন্য নির্দিষ্ট নয়। বরং ইসলাম হল সমগ্র মানব জাতির ধর্ম। আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে কিছু নির্দেশাবলী পালন করার আদেশ করেছেন এবং কিছু জিনিসকে তাদের উপর হারাম করেছেন। যে তাঁর আনুগত্য করবে, সে সফল হবে ও মুক্তি পাবে। আর যে তাঁর অবাধ্যতা করবে, সে অকৃতকার্য ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ইসলাম কোন নতুন ধর্ম নয়। বরং ইসলাম হল সেই ধর্ম, যা আল্লাহ তাঁর সৃষ্টিকুলের জন্য তখন থেকেই মনোনীত করেছেন, যখন থেকে এই যমীনে জীবনের শুরু হয়েছে। ইসলাম হল সেই ধর্ম, যার প্রতি আহ্বান করেছেন আল্লাহর প্রেরিত সমস্ত রাসূলগণ।